

## চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

মোবাইল নং- ০১৮২৪৪৭৭৬৯০



শেখ হাসিনার মূলনীতি  
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি)

২৮ নভেম্বর ২০২২ খ্রি.

চসিকের ২২তম সাধারণ সভায় মেয়র

### মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ পরিবার, গরীব-দুঃস্থ ও কাঁচা ঘরের মালিকদের গৃহকর পরিশোধ করতে হবে না

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, চট্টগ্রামের উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে ৪ ডিসেম্বরের জনসভাকে জনসম্মুখে পরিণত করতে হবে। চট্টগ্রাম নগরীকে আধুনিক নগরীতে রূপান্তরের জন্য সম্প্রতি শতভাগ সরকারি অর্থায়নে ২৫০০ কোটি টাকার সড়ক ও ফুটওভার ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প, ১৩০০কোটি টাকার বারইপাড়া খাল-খনন প্রকল্প প্রদান করায় নগরবাসীর পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে মেয়র বলেন, চট্টগ্রামের উন্নয়নের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে প্রধানমন্ত্রী কর্ণফুলীর তলদেশে টানেল, বে-টার্মিনাল, মাতারবাড়িতে গভীর সমুদ্র বন্দর ও বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, মিরসরাইতে বঙ্গবন্ধু বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ও মেট্রোরেলের সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প, ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়ক আট লেইনে উন্নীত করণ প্রকল্প, দোহাজারী থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত রেল লাইন স্থাপন ও ঢাকার সাথে চট্টগ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নীত করণের মাধ্যমে চট্টগ্রামের মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধিত হবে। বঙ্গবন্ধু টানেল চালু হলে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক দিক উন্মোচিত হবে। সেই সাথে চট্টগ্রাম নগরী চীনের সাংহাই নগরীর আদলে “ওয়ান সিটি টু টাউন” বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তৈরী হবে। তিনি কর মূল্যায়ন বিষয়ে ঘোষণা করে বলেন, নগরীর বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ পরিবার, গরীব-দুঃস্থ ও কাঁচা ঘরের মালিকদের কোন গৃহকর পরিশোধ করতে হবে না এবং তাদের হোল্ডিং ট্যাক্সের আওতায় বাইরে রাখার নির্দেশ প্রদান করেন। আজ সোমবার সকালে আন্দরকিল্লাস্থ পুরাতন নগর ভরনের কে বি আবদুছ ছত্তার মিলনায়তনে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচিত পরিষদের ২২তম সাধারণ সভায় এ ঘোষণা দেন।

প্রধানমন্ত্রী চট্টগ্রামে আগমন ও মহাসমাবেশ উপলক্ষে ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম বন্দর নগরীকে বর্ণিলভাবে সজ্জিত করা হয়েছে। জনসভায় আগতদের জনসাধারণের সুবিধার্থে পানীয় জল সরবরাহ, অ্যাম্বুল্যান্স টয়লেট স্থাপন এবং মেডিকেল টিমসহ যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে সভাস্থলের নিরাপত্তা বিধানের জন্য ১০০টি সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হবে। নগরীর বিভিন্ন সরকারী সেবা সংস্থা গুলো কতৃক গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য আগামী দুই এক দিনের মধ্যে সমন্বয় সভা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কর্মপরিধি বৃদ্ধি পাওয়ার অনুমোদিত জনবল কাঠামোর বাইরে জরুরি প্রয়োজনে বিভিন্ন সময় অস্থায়ী ভিত্তিতে কিছু কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হয়েছিল। এদের মধ্যে অনেকেই অস্থায়ী হিসেবে ২০-২৫ বছর পর্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। অনেকে অস্থায়ীভাবে চাকুরী শেষ করে অবসর যাচ্ছেন। কিন্তু চাকুরী শেষে তেমন আর্থিক সুবিধা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হওয়ায় তাদের মানবতের জীবন যাপন করতে হচ্ছে। তাছাড়া অস্থায়ীভাবে কর্মরতরা স্থায়ীদের সমান কাজ করেও চাকুরী স্থায়ী না হওয়ার ফলে পদোন্নতিসহ সরকার প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা না পাওয়ায় হতাশাগ্রস্ত হয়ে কর্মস্পৃহা হারিয়ে ফেলছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে চসিকের সুষ্ঠুভাবে নাগরিক সেবা প্রদান কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী গত ১৯এপ্রিল একনেক সভায় অস্থায়ী কর্মচারীদের আইনানুগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্থায়ী করার নির্দেশনা দিয়েছেন। এ ব্যাপারে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন শ্রমিক কর্মচারী লীগ সি.বি.এ দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন সংগ্রাম চালিয়ে আসছে। বিষয়গুলোকে বিবেচনায় নিয়ে কর্মচারীদের স্থায়ী করণের নিমিত্তে যথাযথ প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সভায় আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে সরকার প্রদত্ত দুই হাজার পাঁচশত কোটি টাকার কাজের অন্তত ১০০০ কোটি টাকার কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ করা এবং অন্তত ১০টি ফুট ওভারব্রীজের কাজ শুরু করার নির্দেশনা প্রদান করেন মেয়র। তিনি প্রতি ওয়ার্ডে ছোট বড় সকল সড়কের খানাখন্দক মেরামত ও সংস্কার কাজ করারও নির্দেশনা দেন।

মেয়র চট্টগ্রাম ওয়াসা অনুমতি বিহীন কোন রোড কাটিং করছে কিনা তা সঠিকভাবে তদারকীর জন্য প্রধান প্রকৌশলীকে নির্দেশনা দেন। ইতোমধ্যে চসিকের গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের মাসওয়ারী অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রদানেরও নির্দেশনা দেন। সভায় রাজস্ব আদায়ের গতি বৃদ্ধি করার উপর জোর দিয়ে মেয়র বলেন, অনুমতি বিহীন যেসব স্ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে তাদের কাছ থেকে উপযুক্ত ফি আদায় করার জন্য কর আদায়কারীদের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে তা বাস্তবায়ন করা, ট্রেড লাইসেন্স বিহীন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের তালিকা সংগ্রহ করে প্রতিষ্ঠানগুলোকে ট্রেড লাইসেন্সের আওতায় আনা, ভূ-সম্পত্তি শাখার অধীনে থাকা সম্পত্তি গুলোকে ডেভেলপারের মাধ্যমে উন্নয়ন বা নিজস্ব উদ্যোগে আয়বর্ধক প্রকল্প গ্রহণ করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়া নগরীর রিকসা, ভ্যানগুলোর বারকোড যুক্ত লাইসেন্স প্রদানের জন্য প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তাকে নির্দেশনা প্রদান করেন। যান্ত্রিক শাখার কাজের গতি বৃদ্ধি করার উপর গুরুত্বারোপ করে মেয়র বলেন, মাদারবাড়ীতে চসিকের মালিকানাধীন জায়গায় গাড়ী পার্কিং ও রক্ষণাবেক্ষনের ব্যবস্থা করণ কাজ দ্রুত শেষ পরামর্শ্য দেন এবং কাজের গুণগত মান প্রশ্নবিদ্ধ না হয় সেদিকে নজর রাখার কথা উল্লেখ করেন।

বিদ্যুৎ শাখার কর্মকর্তাদের উপর মেয়র ক্ষোভ প্রকাশ করে নগরীতে নিরবিচ্ছিন্ন আলোকায়নের ক্ষেত্রে যে অভিযোগ পাওয়া যায় তার পুনরাবৃত্তি যেন আর না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক করেন। তিনি বলেন, নগরীর মশক নিধনের জন্য কার্যকর ঔষধ সংগ্রহ করা হয়েছে।

নগরীর প্রতিটি ওয়ার্ডের কাউন্সিলরদের মশক নিধনে প্রণীত সপ্তাহ ব্যাপী কর্মসূচী যথাযথ বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তা তদারকীর জন্য নির্দেশনা দেন। জলাবদ্ধতা নিরসনে শুষ্ক মৌসুমের মধ্যে চসিকের আওতাধীন সকল খাল, নালা-নর্দমা নিজস্ব স্কেভেটরের মাধ্যমে পরিষ্কার করার কথা বলেন। তিনি উচ্ছেদ কাজে সি.এম.পি.র সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন, উচ্ছেদকৃত স্থানগুলো যাতে পুনঃ দখল হতে না পারে সে ব্যাপারে স্থানীয় থানাগুলোকে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান। নগরীর যানজট নিরসনের ফ্লাইওভারে নিচে ও উপযুক্ত স্থানে চসিক ও সি.এম.পি. যৌথ উদ্যোগে পে-পার্কিং ব্যবস্থা চালুকরণের ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান। এছাড়াও চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ হতে কন্টেইনার ও ট্রাকের উপর চসিকের সুনির্দিষ্ট চার্জ আদায়ের জন্য মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং কাষ্টমসের বিল অব এন্ট্রি থেকে চার্জ আদায়ের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। সভায় ২১তম সাধারণ সভার কার্যাবলী পাঠ ও অনুমোদন করা হয়।

চসিক সচিব খালেদ মাহমুদের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মুহাম্মদ শহীদুল আলম, প্যানেল মেয়র মো. গিয়াস উদ্দিন, আফরোজা কালাম, কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত কাউন্সিলর, বিভাগীয় প্রধান এবং বিভিন্ন সেবা সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ। সভার শুরুতে নগরীর গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মুনাজাত পরিচালনা করেন চসিক মাদ্রাসা পরিদর্শক মাওলানা মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ চৌধুরী।

## সিটি মেয়রের নিকট চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল হস্তান্তর

চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের এস.এস.সি পরীক্ষার ফলাফল আজ সোমবার সকালে চসিক পুরাতন ভবনের আবদুচ সান্তার মিলনায়তনে সিটি মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরীর নিকট হস্তান্তর করেন শিক্ষা বোর্ডের উপসচিব বেলাল হোসেন, উপ কলেজ পরিদর্শক বীজয় ভৌমিক ও উপ স্কুল পরিদর্শক মো. নুরুল বাশার। সে সময় আরো উপস্থিত ছিলেন-সিটি কর্পোরেশনের প্যানেল মেয়র আফরোজা কালাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ শহীদুল আলম, সচিব খালেদ মাহমুদ ও শিক্ষা কর্মকর্তা লুৎফুন নাহার প্রমুখ। এবারের এস.এস.সি পরীক্ষায় চট্টগ্রাম বোর্ডের পাশের হার ৮৭.৫৩ শতাংশ, জিপিএ-৫ সংখ্যা ১৮ হাজার ৬ শত ৬৪জন। তন্মধ্যে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত বিদ্যালয়ের পাশের হার ৯৩.০৮ শতাংশ এবং জিপিএ-৫ সংখ্যা ১ হাজার দুইশত ৪০ জন।

চসিক শ্রাম্যমাণ আদালত

## এডিস মশার বংশ বিস্তার রোধে পরিচালিত অভিযান ও বিভিন্ন অপরাধে ৩৪ হাজার টাকা জরিমানা আদায়

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে আজ সোমবার নগরীতে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। চসিক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মারুফা বেগম নেলী নগরীর পাহাড়তলী থানা রোড ও সরাইপাড়া এলাকায় ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধে এডিস মশার উৎসস্থল বিভিন্ন বাসা বাড়ীর ছাদ বাগান ও নির্মাণাধীন ভবন পরিদর্শন করেন। এই সময় নির্মাণাধীন ভবনে এডিস মশার বংশ বিস্তারে জমাটবদ্ধ পানির উৎস পাওয়ায় এবং জনসাধারণের চলাচলের রাস্তায় অবৈধভাবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালামাল রাখার দায়ে ৭ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা রুজু পূর্বক ২৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট মনীষা মহাজন পরিচালিত অপর অভিযানে নগরীর কোতোয়ালী থানাধীন নন্দনকানন এলাকায় রাস্তা ও ফুটপাথ দখল করে ব্যবসা পরিচালনা করে জনসাধারণের চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির দায়ে ৩ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা রুজু পূর্বক ৯ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযানকালে সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটগণকে সহায়তা প্রদান করেন।

স্বাক্ষরিত/-

(কালাম চৌধুরী)

জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩